কল্যাণী বহুমুখী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ

গঠনের ইতিহাস

বাগেরহাট জেলাধীন মোংলা উপজেলাটি একটি উপকূলীয় এলাকা।পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবনের কোল ঘেঁসে গড়ে ওঠা এ অঞ্চলের মানুষের জীবন-জীবিকা অত্যন্ত সংগ্রামের ও কষ্টের। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দারিদ্র্য এখানকার মানুষের নিত্য সঙ্গী।দারিদ্র্যের যাতাকলে ক্লিষ্ট জীবন থেকে মুক্তির আশায় এবং নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য মোংলা উপলোর দিগরাজ ইউনিয়নের বুড়িরডাঙ্গা গ্রামের ২০জন যুবক-যুবতী মিলে ২০০৮ সালের জানুয়ারী মাসে গঠন করেন কল্যাণী বহুমুখী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ।

সমিতির উদ্দেশ্য হল শেয়ার- সঞ্চয় জমার মাধ্যমে মূলধন গঠন করে লাভজনক প্রকল্পে বিনিয়োগ ।পর্যায়ক্রমে সদস্যদেরকে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে অর্থতৈিক ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী করে তোলা। সমিতির সদস্যদেরকে সমবায় নীতি ও আদর্শ সম্পর্কে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তুলে সমবায়ের উন্নয়নে কাজ করা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটানো।সদস্যদের ব্যবসা বাণিজ্য করার জন্য সহজ শর্তে ঋণ প্রদান এবং কুটির শিল্প ও হস্তশিল্প সহ অন্যান্য লাভজনক প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে সমিতির আর্থিক বিকাশ ঘটানো এর অন্যতম লক্ষ্য।

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

সমিতির নামঃ কল্যাণী বহুমুখী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ।
ঠিকানা : গ্রাম- বুড়িরডাঙ্গা, ডাকঘর : দিগরাজ, উপজেলা : মোংলা, জেলা : বাগেরহাট।
নিবন্ধন নং : ৩১/ বা, তারিখ : ০৭-০১-২০০৮ খ্রিঃ।
কর্ম এলাকা ও সভ্য নির্বাচনী এলাকা : সমগ্র বুড়িরডাঙ্গা ইউনিয়ন ব্যাপী।
সদস্য সংখ্যা : ৫২৩ জন।
শেয়ার মূলধন : অনুমোদিত -৫০,০০,০০০/- টাকা , পরিশোধিত-১৬,২৮,৪৮১/- টাকা।
সঞ্চয় আমানত : ৩৮,৭১,২৩৭/- টাকা।
কার্যকরী মূলধন : ৮৪,৫৯,৯৪৩/- টাকা।

সমিতির কার্যক্রম

সমিতি তার কার্যকরী মূলধন বিভিন্ন আয়বর্ধন মূলক প্রকল্পে বিনিয়োগ করেছে। এর মধ্যে অন্যতম হল- শাড়ি প্রকল্প, খাতা প্রকল্প, ব্যাগ প্রকল্প ,ডেকোরেশন প্রকল্প,মসলা প্রকল্প, পানি প্রকল্প এবং ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প।

শাড়ি প্রকল্পঃ সমিতি পাইকারী মূল্যে শাড়ি ক্রয় করে স্থানীয় বাজারে বিকয় করে। এ প্রকল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ ১,৫০,০০/- টাকা।

খাতা প্রকল্প : স্থানীয় স্কুল- কলেজের চাহিদা অনুযায়ী খাতাপত্র সরবরাহ করে থাকে। এ প্রকল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ ১০৬৫০২/- টাকা।

ব্যাগ প্রকল্প :

স্থানীয় বাজার এবং দোকান গুলোতে শপিং ব্যাগ এবং মহিলাদের হ্যান্ড ব্যাগ সরবরাহ করা হয় ।

ডেকোরেশন প্রকল্প : সমিতির উদ্যোগে একটি ডেকোরেশন প্রল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সাজ সরঞ্জাম এখান থেকে সরবরাহ করা হয়। এ প্রকল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ ৫,০০,০০০/- টাকা।

মসলা প্রকল্পঃ স্থানীয় ভাবে মরিচ,হলুদ, ধনিয়া, জিরা প্রভৃতি মসলা সংগ্রহ করে গুড়া করা হয় এবং প্যাকেটজাত করে বিপনন করা হয়।

কল্যানী হলুদের গুঁড়া

গুনাগুনঃ সংগ্রহকৃত হলুদ থেকে ভালোমানের হলুদ বাছাই এবং তা শুকিয়ে মেশিনে গুঁড়া করে, গুনগতমান ঠিক রেখে প্যাকেটজাত করা হয়।

কল্যানী ধনিয়ার গুঁড়া

গুনাগুনঃ সংগ্রহকৃত ভালোমানের ধনিয়া শুকিয়ে মেশিনে গুঁড়া করে, গুনগতমান ঠিক রেখে প্যাকেটজাত করা হয়।

কল্যানী জিরার গুঁড়া

গুনাগুনঃ সংগ্রহকৃত ইরানী জিরা প্রক্রিয়াজাত ও গুড়া করে, গুনগতমান ঠিক রেখে প্যাকেটজাত করা হয়।

পানি প্রকল্প: উপকুলীয় অঞ্চল হওয়ায় এ এলাকায় পানীয় জলের সঙ্কট প্রবল।ব্যবসায়িক এবং মানব স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে সমিতি পানি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। পানি প্রক্রিয়াজাত করে এবং বোতলজাত করে সরবরাহ করা হয়।

কল্যানী বিশুদ্ধ পানি

গুনাগুনঃ সাপ্লাই পানি ফিলটারিং এবং পানি বিশুদ্ধ করন মেশিন দ্বারা পানি শোধন করে, গুনগতমান ঠিক রেখে বোতলজাত করা হয়।

ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প: সমিতি তার সদস্যদেরকে সহজ শর্তে বিভিন্ন ট্রেডে ঋণ দিয়ে থাকে । সদস্যরা হাস-মুরগী পালন, মৎস্য চাষ, গাভী পালন, ক্ষুদ্র ব্যবসা ইত্যাদি ট্রেডে সমিতি থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। এর ফলে তারা এক দিকে আর্থিক ভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছে , অন্যদিকে সমিতি থেকে লভ্যাংশ পাচ্ছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ২১৩ সদস্যকে ৬৯,৬৯,০০০/- টাকা ঋণ প্রদান করা হয়।সদস্যদেও নিকট ঋণ পাওনার পরিমাণ ৪৬,৮১,৩১২/- টাকা।

সদস্যদের সুবিধার্থে সমিতিতে বিভিন্ন তহবিল সৃষ্টি করা হয়েছে।এগুলোর মধ্যে কল্যাণ তহবিল, শিক্ষা তহবিল, স্বাস্থ্য তহবিল, দুর্যোগ তহবিল অন্যতম।

এসব তহবিলের সর্বশেষ স্থিতি নিম্নরুপ-

ক্র: ন ং	তহবিলের নাম	স্থিতির পরিমাণ
১	কল্যাণ তহবিল	২,৮৩,৯৪০/-
২	শিক্ষা তহবিল	১,৩৫,৬৭৯/-
৩	স্বাস্থ্য তহবিল	৪১,৪৮৫/-
৪	দুর্যোগ তহবিল	৫২,১২০/-
৫	অনুদান তহবিল	১৯,৪৪,১১৮/-

সমিতি স্থায়ী সম্পদ

সমিতি ৩,৭৬,৯৫০/- টাকা মূল্যের জমি ক্রয় করেছে। উক্ত জমিতে নিজস্ব অফিস ঘর নির্মাণ করা হয়েছে; যার মূল্য ১৩,০০,০০০/- টাকা।

নির্বাচন ও ব্যবস্থাপনা

৯ সদস্য বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটি দ্বারা সমিতিটি পরিচালিত হচ্ছে। বিগত ১০-৬-২০১৮ খ্রি: তারিখের নির্বাচনে এ কমিটি নির্বাচিত হয়েছে এবং ১১-৬-২০১৮ খ্রি : তারিখে ১ম সভার মাধ্যমে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে। আগামী ১০-৬-২০২১ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত এ কমিটি বলবৎ থাকবে।সমিতির নির্বাচনে সমবায় সমিতি আইন ২০০১ (সংশোধিত ২০০২ ও ২০১৩) এর নির্বাচন সংশ্লিষ্ট ধারা ও বিধি যথাযথ ভাবে অনুসরণ করা হয়।

ক্র : নং	নাম	পদবী
১	জনাব স্তুতি সরকার	সভাপতি
২	জনাব কবিতা রায়	সহ- সভাপতি
৩	জনাব শিখা রানী মন্ডল	সম্পাদক
৪	জনাব মমতা সরদার	সহ-সম্পাদক
৫	জনাব কণিকা ঘরামী	কোষাধ্যক্ষ
৬	জনাব দিপান্বিতা রায়	সদস্য
৭	জনাব লাবনী মন্ডল	সদস্য
৮	জনাব ববিতা তরফদার	সদস্য
৯	জনাব শর্মিলা মিস্ত্রি	সদস্য

সভা ও বার্ষিক সাধারণ সভা

সমিতি নিয়মিত সভা ও বার্ষিক সাধারণ সভা করে থাকে।বিগত ১০-১২-২০১৮ খ্রি: তারিখে সমিতির সর্বশেষ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।উক্ত সভায় সমিতির পরবর্তী বছরের বাজেট অনুমোদিত হয়েছে ।সমিতির সকল কাজ বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদন সাপেক্ষে হয়ে থাকে। সভায় উপস্থিতির জন্য সদস্যদেরকে উপস্থিত ভাতা প্রদান করা হয় যাতে সদস্যরা উৎসাহিত হয়।সমিতি প্রতি বছর সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে লভ্যাংশ বন্টনের মাধ্যমে সদস্যদেরকে অনুপ্রাণিত করে। আলোচ্য বছরে ১,৩৯,০৫৯/- টাকা লভ্যাংশ বন্টন করা হয়।

ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক সমিতি পরিদর্শন

এ সমিতিটি বিভিন্ন সময়ে সমবায় বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা পরিদর্শন করেছেন। সর্বশেষ ২০১৯ সনের মার্চ মাসে সমবায় অধিদপ্তরের সাবেক নিবন্ধক ও মহাপরিচালক জনাব আ: মজিদ মহোদয় সমিতিটি পরিদর্শন করেন এবং সন্তোষ প্রকাশ করেন। এ ছাড়া জেলা সমবায় অফিসার, বাগেরহাট এবং যুগ্ম নিবন্ধক, খুলনা মহোদয় নিয়মিত সমিতিটি পরিদর্শন করে থাকেন । সমিতির উন্নয়নে তারা বিভিন্ন গঠনমূলক পরামর্শ প্রদান করেন।

উপসংহার

সমিতির কর্মকান্ড অধিক বিস্তৃতির জন্য পৃষ্ঠপোষকতা ও মূলধন সরবরাহ অপরিহার্য । এ বিষয়ে সরকার ও সমবায় অধিদপ্তর ভুমিকা রাখতে পারে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।